বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আওয়ামীলীগের সকল অপকর্মের বিচার করা হবে- আমিরুল ইসলাম

আওয়ামীফ্যাসীবাদী সরকারের দীর্ঘদিনের জুলুম নির্যাতন, হামলা মামলা সহ্য করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে লৌহ ইস্পাত কঠিন হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। আমরা দেখেছি বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্ব থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মানুষের কোন স্বাধীনতা ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতির কথা বলতে পারতো না। বিগত ১০ বছর আগেও আমরা দেখেছি যে সকল আওয়ামী লীগের নেতারা ভাঙ্গা মোটরসাইকেল করে ঘুরে বেড়াতো তারা আজ হাজার কোটি টাকার মালিক। আমি সেই সকল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের বলতে চাই আপনারা বিগত ১৬টি বছরে যে সকল অপকর্ম, দুর্নীতি করে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, সেই সকল অপকর্ম, দুর্নীতির জন্য আপনাদের সকলকে শাস্তি পেতে হবে।বিগত বছরে আপনারা আমাদের যেভাবে অপমান করেছেন, অত্যাচার করেছেন, ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন, স্বাধীনভাবে রাস্তায় চলাফেরা করতে দেননি, রাতে বাড়িতে শান্তি ভাবে ঘুমাতে দেননি। আগামী নির্বাচনে যদি বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে আপনাদের সকল অপকর্মের বিচার করা হবে।

আজ রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস দক্ষিন পাড়ায় ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

তিনি আরো বলেন, সকল বিএনপি নেতা কর্মীদের একত্রিত হয়ে আগামীতে বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে সারা বাংলাদেশের মানুষকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে হবে। এজন্য সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকল বিএনপির নেতা কর্মীরা এক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

উক্ত দোয়া ও আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা শরিফ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি

রফিকুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।

যুবনেতা আব্দুল হালিমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আবুল কাশেম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শেখ সাদী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক হারুন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা তাতীদলের সাধারন সম্পাদক আশরাফুল আলম মন্টু, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীর প্রমুখ।

এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এবং জুলাই আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত সকল ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।

মেহেরপুরে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সরকারি কলেজের পিছন থেকে অর্ধগলিত অজ্ঞাত এক ব্যক্তির (আনুমানিক বয়স ৫০) মরদেহ উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের পেছনের আমবাগানের মাঝখানে একটি আমগাছের ডালের সাথে ঝোলানো অর্ধবসা অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয়দের ধারণা ৪/৫ দিন আগে মারা গেছেন ওই ব্যক্তি।

আজ রবিবার (২০ অক্টোবর) দুপুর দুইটার দিকে সদর থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করেন।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, গলায় রশি পেঁচিয়ে আম গাছের একটি ডালের সাথে ঝোলানো রয়েছে। তার পরা লুঙ্গিটিও গলায় জড়ানো। তারা ধারণা করছেন তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছে দুর্বৃত্তরা। পুজার

টানা কয়েকদিনের ছুটি শেষে আজ রবিবার কলেজটি খোলা হয়েছে। এই ক’দিন নির্জন থাকায় এই ঘটনাটি ঘটতে পারে। তার শরীরের অসংখ্য পোকা লাগায় চেনার কোনো অবস্থা নেই বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শিরা।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, দুপুরের দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজের পেছনের আমবাগান থেকে বিকট দুর্গন্ধ বের হলে মানুষজন সেখানে যায়। পরে বাগানের মাঝখানের একটি আম গাছের একটি ডালের সাথে রশির সাথে ঝোলানো অর্ধবসা অবস্থায় মরদেহ দেখে আমাদের খবর দেন স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থল থেকে অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করে সুরোতহাল শেষে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা এখনি কিছু বলা যাচ্ছেনা। ময়না তদন্ত রিপোর্ট শেষে বলা যাবে।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতবিনিময় সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয়ক গঠন

মেহেরপুর জেলাধীন মেহেরপুর সদর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতবিনিময় সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয়ক গঠন করা হয়েছে।

জেলা সমন্বয়ক ক্যাপ্টেন (অবঃ) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল মালেকের আয়োজনে রবিবার (২০ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর সাধু বার্ণবার গির্জা অডিটরিয়ামে এ মতবিনিময় সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয়ক গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা সমন্বয়ক ক্যাপ্টেন (অবঃ) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল মালেক।



বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলামের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় রূপালী ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত
সিনিয়র প্রিন্সিপাল
অফিসার বীর
মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর
রহমান, বীর
মুক্তিযোদ্ধা বজলুর
রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা উমেদীন আলী, সাবেক উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনার আগে ছাত্র আন্দোলনের শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পরে, মুক্তিযোদ্ধা ইউনিয়ন সমন্বয়ক গঠন করা হয়। গঠিত মুক্তিযোদ্ধা ইউনিয়ন সমন্বয়কদের মধ্যে মেহেরপুর পৌরসভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল মজিদ পাতান, কুতুবপুর ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোহন আলী, বুড়িপোতা ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ বজলুর রহমান, আমদহ ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তৌফিক আলী, পিরোজপুর ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ কদম আলী, বারাদী ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আহাদ আলী, আমঝুপি ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ কাওছার আলী, শ্যামপুর ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনোয়ার হোসেনকে ইউনিয়ন সমন্বয়ক করা হয়েছে।

মেহেরপুরের পিরোজপুর ইউনিয়ন

বিএনপির জনসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুরে পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে জুলাই-আগস্টে গণহত্যার বিচারের দাবিতে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেলে বলিয়ারপুর স্কুল মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি নেতা মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, জুলাই-আগস্টের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে আমরা স্বৈরাচারী হাসিনাকে উচ্ছেদ করেছি। আমি বলেছিলাম যে, বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের জনগণ হবে সেই রাষ্ট্রের মালিক। মানুষের বৈষম্যহীন ভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, আমরা লাগাতার ১৮ বছর করেছি। জেল জুলুমসহ আমার নেতারা গুম খুনের শিকার হয়েছে। আমি বলতে চাই লড়াই শেষ হয়ে যায়নি, ভারতের ষড়যন্ত্র চলছে, হাসিনার ষড়যন্ত্র চলছে সেই অপশক্তির দিকে নজর রাখবেন। যারা ১৮ বছর আমাদের ভোট দিতে দেয়নি আমাদের ভোটের অধিকার ছিনতাই করেছিল সেই নিপীড়কদের শক্তিকে অবশ্যই অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে। আমরা কারো ক্ষতি করতে চাই না, আমরা আহবান করতে চাই ৫ তারিখের পর যে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চেয়েছি, সেই বাংলাদেশে আপনারা নিজেদের সংশোধন করুন। ভালো হয়ে যান আল্লাহর কাছে তওবা করে নিন, মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন, তবেই আপনাদের ক্ষমা করা হবে। নচেৎ ক্ষমা করা হবে না।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদর উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আরজুল্লাহ রহমান বাবলু, জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহাম্মেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান সহ বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী।

মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা সফল করার লক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে ইউনিয়ন বিএনপি।

আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮ টার সময় দারিয়াপুর খানপুর ইউনিয়ন বিএনপির অফিসে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি মূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

জেলা বিএনপির সদস্য হাশেম আলীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সামসুজোহা, সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র জনসভা সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভায় ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র নেত সহ দারিয়াপুর ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি’র বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন

আত্মশক্তিতে বলিয়ান হও এমনই ব্যক্তিত্ব গড়ে সমাজের ঘোর প্রতিপাদ্য দুর করার লক্ষে ইয়ুথরাই পারে আমাদের সমাজের তথা বিশ্বপরিচ্ছন্ন রাখতে। এ প্রজন্মের মুল চাবিকাঠি তরুণ প্রজন্ম এই

প্রতিপাদ্যে ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ শনিবার (১৯ অক্টোবর) মেহেরপুরের গাংনী দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এরিয়া অফিসে মেহেরপুর জেলা ইয়ূথদের নিয়ে এ জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

বর্তমান মেহেরপুর জেলা কো অর্ডিনেটর ইনজামামুল হকের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ, সাবেক আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাকিবুল ইসলাম রকি ও গাংনী এরিয়া সমন্বয় কারী হেলাল উদ্দীন।

গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নির্বাচিত হলেন জাকির হুছাইন, যুগ্ম কো-অর্ডিনেটর রায়হান আলী, যুগ্ম কো- অর্ডিনেটর (মেয়ে) শিরিন শারমিন সন্ধ্যা, অর্থ সম্পাদক শাহিদা খাতুন, গণযোগাযোগ সম্পাদক সীমা খাতুন, কর্মশালা শাওন রেজা ও কার্যনির্বাহী সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস বন্যাসহ ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা হয়।

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে আলোচনা সভা, কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দৈনিক কালবেলার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি ও তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উদযাপন করা হয়েছে।

আজ শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে, নতুন বাংলাদেশে সাফল্যের ২ বছর প্রতিপাদ্যে আলোচণা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির সঞ্চালনায়

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের অতিঃ জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আর এম ও) সউদ কবির মালিক, মেহেরপুরের স্থানীয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম।

এ সময় আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর থানার ওসি তদন্ত মোঃ সেলিম, বাসস এর জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা আক্তার, ভোরের কাগজের প্রতিনিধি মুর্তজা ফারুক রূপক, জনবানি পত্রিকার প্রতিনিধি রাশেদ খান, অনলাইন পোর্টাল মুজিবনগর খবর ডট কম এর উপদেষ্টা সম্পাদক এম এ হাসান সুমন প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, একুশে টিভি ও সমকালের জেলা প্রতিনিধি ফারুক হোসেন, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত সহ স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা।

আলোচনা সভায় আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ‘৫ আগস্ট সরকার পতনের পর আমরা দেখেছি পক্ষপাত মূলক সংবাদ প্রচারণা করার দায়ে অনেক বড় বড় সাংবাদিক দেশ ছাড়া হয়েছেন। এদিক থেকে কালবেলা পত্রিকাটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কালবেলা বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ খবর প্রকাশের নির্ভীক একটি মাধ্যম। আশা করছি দৈনিক কালবেলা ভবিষ্যতে সংবাদ প্রকাশের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।’

মেহেরপুরের স্থানীয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনার সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, ‘কালবেলা শুধু খবর প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। খবরের ভিতরের খবর কে পাঠকদের মাঝে তুলে আনার চেষ্টা করে। কালবেলার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পত্রিকাটার সাথে যুক্ত থেকে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ করেছেন। তিনি মেহেরপুরকে কতটুকু তুলে ধরতে পেরেছেন এটা পাঠক ও মেহেরপুরের জনগণই ভালো বলবে। আমি পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। ‘

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বিপতি কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কালবেলা বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে দেশব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছে। পাশাপাশি আমাদের মনোজগতেও এখন প্রভাব ফেলেছে কালবেলা। মেহেরপুর জেলার বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্য বহুল ঘটনাগুলো নির্ভয়ে পত্রিকায় তুলে আনার কারণে পত্রিকাটির মেহেরপুর প্রতিনিধি রাফিকে আমি খুবই পছন্দ করি। মাঝেমধ্যে আমার অফিসে ডেকে নিয়ে নিউজ প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন কোন আইনী দিক বিবেচনা করতে হবে সেই পরামর্শ দিই।’

আলোচনা শেষে দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি ও তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে কেক কাটা হয়। অতঃপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন চেলসী স্পর্শ মন্ডল এবং অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল অনলের নেতৃত্বে মেহেরপুরের ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ব্যান্ড সংগীত পরিবেশন করে।

গাংনীর মড়কা জাগরণ কলেজে শতভাগ ফেল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মড়কা জাগরণ কলেজ থেকে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থীই পাস করেনি। এর আগেও এই কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অধিকাংসই পাস করতে পারেনি।

জানা যায়, মড়কা জাগরণ কলেজ থেকে এ বছর ৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে কেউই পাস করতে পারেনি। এর আগে, ২০২২ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে ৭ জন অংশ নিয়ে ৩ জন, ২০২২ সালে ৬ জন পরীক্ষা দিয়ে ২ জন এবং ২০২১ সালে ১৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কেউই পাস করতে পারেনি।

কোন পরীক্ষার্থী পাস না করা এবং প্রতিবার এতো কম সংখ্যক পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বক্তব্য জানার জন্য কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুস সালামের মোবাইলে একাধিকবার কল করে তাকে কলেজের আসার অনুরোধ করা হলেও তিনি প্রথমে জানান গ্রামের বাড়ি জুগিরগোফাতে আছেন। পরে তার গ্রামে গিয়ে ফোন দিলে তিনি

জানান এইমাত্র মেহেরপুর শহরে এসেছেন।

তবে, তিনি আমার কলেজের একাদশ শ্রেনীতে ৫২ জন ও দ্বাদশ শ্রেনীতে ৬২ জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি রয়েছেন। নিয়মিত ক্লাশ করানো হয়। এতো ছাত্র ছাত্রী অধ্যায়নরত থাকলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ৫ জন, ৭ জন, ৬ কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, কলেজের ভর্তি হলেও শেষ অবধি লেখাপড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

গত বৃহস্পতিবার বিকালে কলেজে গিয়ে দেখা গেছে, কলেজটি বন্ধ। কলেজের বিল্ডীং আঙিনায় ময়লার স্তুপ। কক্ষগুলো বহুদিন না খোলার কারণে শ্রেনীকক্ষে ময়লা জমে রয়েছে।

এলাকার কিছু যুবক কলেজ মাঠটিতে ফুটবল খেলা করছেন। তাদের সাথে কথা হয় প্রতিবেদকের। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই যুবকরা জানান, কলেজটি শুরুর দিকে প্রচুর শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে কলেজটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীরাও নেই কলেজও খোলা থাকেনা। কয়েকজন শিক্ষক মাঝে মধ্যে এসে কলেজ খুলে কিছু সময় কাটিয়ে চলে যান।

জানা গেছে, ২০০১ সালে মড়কা জাগরণ কলেজটি স্থাপিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রোকনুজ্জামান টিপু। শুরুর দিকে কলেজটি জাঁকজমকভাবে শুরু হয়। প্রচুর পরিমাণ ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়। কয়েক বছর যেতে না যেতেই শুরু হয় একটি মহলের ষড়যন্ত্র। কলেজের অধ্যক্ষ রোকনুজ্জামান টিপু ছাত্র শিবিরের রাজনীতি করার কারণে তাকে ষড়যন্ত্র করে বের করে দেন। তারপর থেকেই কলেজের অবস্থা লেজে গোবরে হয়ে পড়ে। এখানে কোনো ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়না। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এখানে ক্লাসও হয়না। এখানে কিছু ছাত্র ছাত্রী ভর্তি দেখানো হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তারা অধিকাংশই ব্যবসা বা মাঠে ঘাটে কাজ ও গৃহণী। যে কারণে, এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পাওয়া যায়না।

বিষয়টি নিয়ে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারকের সাথে কথা হলে তিনি প্রথমেই বলেন এধরণের অবস্থা চলতে থাকলে কলেজটি অল্পদিনেই বন্ধ হয়ে যাবে। এমপিওভূক্ত হওয়ার তো প্রশ্নই আসেনা।

তিনি বলেন, কলেজ এমপিওভূক্ত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। পৌরসভা এলাকার বাইরে কোনো কলেজকে এমপিওভূক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে

কমপক্ষে ২৫ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭০ শতাংশ পাশ করতে হবে। এমনিভাবে পৌরসভা এলাকার বাইরে কোনো কলেজের এমপিওভূক্তকরণের জন্য ৪০ জন শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সেখানে পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে ৩৫ জন। পাশের হার ৭০ শতাংশ থাকতে হবে। অথচ, মড়কা জাগরণ কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কলেজটি থেকে এযাবৎ পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ডের এই শর্ত পুরণ করতে পারেনি। তারপরেও কলেজটি চলছে কিভাবে সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, যশোর বোর্ডের আওতায় এইএসসি পরীক্ষার ফলাফলে গাংনী উপজেলার কলেজগুলোর ফলাফলের অবস্থা সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে। যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমি এসএসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পর্যায়ক্রমে বসেছি। আগামি সপ্তাহ থেকে কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের ডাকা হবে। ফলাফল বিপর্যের কারণগুলো খুঁজে বের করা হবে। আসলে এতো খারাপ ফলাফলের জন্য আমরা কেউ দায় এড়াতে পারিনি।

এদিকে সম্প্রতি এইচএসসির প্রকাশিত ফলাফলগুলোতে দেখা গেছে একমাত্র গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিবারের মত তাদের সাফল্য এবারও ধরে রেখেছে। কলেজটি থেকে ৯১ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। পাশ করেছে ৮৮ জন। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে ৫ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮ জন শিক্ষার্থী। কলেজটির পাশের শতকরা হার ৮৮.৮৮ শতাংশ। গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ থেকে পরীক্ষায় নিয়েছিল ৪২৬ জন শিক্ষার্থী। এখানে মোট পাশ করেছে ১৯৬ জন। অকৃতকার্য হয়েছে ২৩০ জন শিক্ষার্থী। এখানে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ জন। পাশের শতকরা হার ৪৬.০৩ শতাংশ। গাংনী মহিলা ডিগ্রী থেকে ২৬৯ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ১২৩ জন। জিপিএ৫ পেয়েছে ৮ জন। কলেজটি থেকে অকৃতকার্য হয়েছে ১৪৬ জন। এখানে শতকরা ৪৫.৭২ শতাংশ পাশ করেছে। করদি ডিগ্রী কলেজ থেকে ১৫০ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ৫৪ জন। কলেজটির ফলাফল শতকরা হার ৩৬.০০ শতাংশ। কাজিপুর ডিগ্রী কলেজ থেকে ২১৮ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ৬৮ জন। কলেজের ফলাফল ৩১.১১ শতাংশ।তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে ৮২ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে মাত্র ২৪ জন। কলেজটি থেকে অকৃতকার্য হয়েছে ৫৮ জন শিক্ষার্থী। এখানে ১ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। কলেজটির ফলাফল ২৯.৬২ শতাংশ। বিএন কলেজ থেকে ২৬ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে মাত্র ৫ জন। কলেজ থেকে অকৃতকার্যের সংখ্যা ২১ জন। পাশের মথকরা হার মাত্র ১৯.২৩ শতাংশ। গাংনী পাইলট

স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ২০৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ৬৮ জন। এখানে অকৃতক্র্য হয়েছে ১৩৭ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ জন। পাশের শতকরা হার ৩৩.১৭ শতাংশ। বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ১৬০ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ৬১ জন। এখানে অকৃকার্য হয়েছে ৯৯ জন। এখানে পাশের শতকরা হার ৩৮.১২ শতাংশ। কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় ৩৮ জন অংশ নিয়ে পাশ করেছে ২১ জন। এখানে অকৃতকার্য হয়েছে ১৭ জন। এখানে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ জন। পাশের শতকরা হার ৫৫.২৬ । বিএম শাখায় গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে ৮৭ জন অংশ নিয়ে ৭৮ জন পাশ করেছে। এখানে ফেল করেছে ৯ জন। পাশের শতকরা হার ৮৯.৬৫ শতাংশ। তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে ৬৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ১৭ জন শিক্ষার্থী। কলেজের শতকরা পাশের হার ২৪.৬৩ শতাংশ। গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ১১৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ১০০ জন। এখানে অকৃতকার্য হয়েছে ১৪ জন শিক্ষার্থী। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ জন শিক্ষার্থী। পাশের শতকরা হার ৮৮.১৭ শতাংশ। গাংনী টেকনিকেল এন্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় ৪৩ জন অংশ নিয়ে ৩২ জন পাশ করেছে। ফেল করেছে ১১ জন। পাশের শতকরা হার ৭৪.৪১ শতাংশ। ধানখোলা টেকনিকেল এন্ড বিএম কলেজ থেকে ৩৮ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ২৯ জন। কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ১ জন ও অকৃতকার্য হয়েছে ৯ জন শিক্ষার্থী। এখানে পাশের শতকরা হার ৭৬.৩১ শতাংশ। হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ ফাজিল মাদ্রাসা থেকে ২৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ২০ জন। এখানে ৯ অকৃতকার্য হয়েছে। পাশের শতকরা হার ৬৮.৯৬ শতাংশ।

এদিকে গাংনী সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ২৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ২৩ জন। এখানে অকৃতকার্য হয়েছে মাত্র ১ জন শিক্ষার্থী। জিপিএ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের শতকরা হার ৯৫.৮৫ । হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় ১৬ জন অংশ নিয়ে ১৫ জন পাশ করেছে। এখানেও ফেল করেছে মাত্র ১ জন শিক্ষার্থী। পাশের শতকরা হার ৯৩.৭৫ জন। মানিকদিয়া ১১ পাড়া আলীম মাদ্রাসা থেকে ১৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ১৫ জন। এখানে অকৃতকার্য হয়েছে ৩ শিক্ষার্থী। পাশের শতকরা হার ৮৩.৩৩ শতাংশ।

গাংনীর কাথুলীতে ২ কেজি গাঁজাসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী বাজারে অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজাসহ লিখন আলী নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটকক করেছে পুলিশ।

শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটক লিখন আলী কাথুলী গ্রামের আনসার আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপজেলার কাথূলী বাজারস্থ মোঃ খেজমত আলীর মিষ্টির দোকানের সামনে অভিযান চালায়। এসময় দোকানের সামনে পাকা রাস্তা থেকে ২ কোজি গাঁজাসহ লিখন আটক করে গাংনী থানায় নেওয়া হয়। এঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদ্রক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে।শনিবার তাকে আদালতে পাঠানো হবে।

মেহেরপুরে শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবের উদ্বোধন করলেন মাসুদ অরুন

মেহেরপুরের কাথুলী সড়কে শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবের উদ্বোধন করলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, স্বৈরাচারী হাসিনা পালিয়েছে দেশের মানুষ নতুন বাংলাদেশ পেয়েছে মানুষ এখন শান্তিতে থাকবে। মানুষ আর স্বৈরাচারী হাসিনাকে চাইনা। আল্লাহ ছাড় দেয় ছেড়ে দেয় না । তেমনি আমরা ছাড় দেবো কিন্তু ছেড়ে দেব না। তাই আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বলতে চাই বেশি লাফালাফি করবেন না। আর যদি আমাদের কর্মী বাহিনী উপরে আরেকটি আঘাত হয়। তাহলে আমরা হাতে চুড়ি পরে বসে থাকবো না এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবো।

আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৮ টার দিকে ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়া কাথুলি সড়কে এই ক্লাবের শুভ উদ্বোধন করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার এত দুর্নীতি করেছে এখন দেশে থাকতে পারছে না। বিভিন্ন স্থানে ও বাইরে আত্ম গোপনে রয়েছে। এই সুযোগে যাতে করে আমাদের বিএনপি নেতাকর্মীর সাথে কোন রকম সম্পর্ক তৈরি করে আমাদের ভিতরে কোন প্রকার কোন্দল সৃষ্টি না করতে পারে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে সকলকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবু ওবায়দুল্লাহ সেন্টু জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু মোল্লা ,কামরুজ্জামান বাবু পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম কাউন্সিলর, হাফিজুর রহমান হাফিজ, মাসুদ রানা. ফকির আলী আসকার আলী মনিরুজ্জামান মনি সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।